বন জঙ্গলের গল্প

সম্পাদনা

লীলা মজুমদার

হিমাংশু সরকার

পুনশ্চ

৯এ নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা—৭০০ ০০৯

কোন পাতায় কী আছে—

চিত্রগ্রীবের গল্প/৭
বোকাহাতির গল্প/৯
এক ব্যাঙ আর এক সাপের গল্প/১১
দুষ্টু সাপের শিক্ষা/১৩
নেকড়ের বদ্যি সাজা/১৫
এক শেয়াল হরিণ আর সিংহের গল্প/১৬
ঈগল খরগোশ আর গুবরে পোকা/১৯
কথামালা ◻ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর/২১
ব্যাঙের আধুলি ◻ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়/২২
বাঘের গল্প ◻ শিবনাথ শাস্ত্রী/২৬
নরহরি দাস ◻ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী/২৮
গুণ্ডা হাতী ◻ যোগীন্দ্রনাথ সরকার/৩০
ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা ◻ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/৩২
শিয়াল পণ্ডিত ◻ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার/৩৪
রতার কারসাজি ◻ যামিনীকান্ত সোম/৩৭
ব্যাঙের বড়াই ◻ কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত/৪৫
মাকড়সার কীর্তি ◻ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়/৪৮
আলি ভুলির দেশে ◻ সুখলতা রাও/৫২
ব্যাঙের রাজা ◻ সুকুমার রায়/৫৪
হিংসুকের পরিণাম ◻ রবীন্দ্রনাথ সেন/৫৭
ভালুকের বিয়ে ◻ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়/৫৯
হালুম বাগীশ ◻ প্রমথনাথ বিশী/৬৪
শেয়াল কেন হুক্কা হুয়া করে ◻ সুনির্মল বসু/৬৭
নববর্ষের অভিযান ◻ স্বপনবুড়ো/৬৯
রাজা আসতে আসতে এলো না ◻ সরোজকুমার রায়চৌধুরী/৭৩
শুশুকের স্যাঙাৎ ◻ প্রেমেন্দ্র মিত্র/৭৭

বিম্বি □ বুদ্ধদেব বসু/৮২
শেয়াল ঘটক □ লীলা মজুমদার/৮৬
বুনো □ বিশু মুখোপাধ্যায়/৯২
হিসেবের কড়ি □ সুকুমার দে সরকার/১০১
নেমক হারাম □ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত/১০৫
চাচাতাতুতু ও ফিনিক্স □ মণীন্দ্র দত্ত/১০৯
এক শেয়াল আর তার পড়সি □ কমলকুমার মজুমদার/১১৩
চিতাবাঘের গল্প □ ইন্দিরা দেবী/১১৫
হুক্কাগোপালের কব্‌রেজি □ মনোজিৎ বসু/১২১
ম্যাম্যাজিক □ শৈলেন ঘোষ/১২৪
ব্যাঁকামুণ্ডু বাঘ আর ল্যাজকাটা বাঘিনী □ গৌরী ধর্মপাল/১২৭
ক্ষুদে শিকারী □ সরল দে/১৩০
হালুম হুলুম □ সুনীল জানা/১৩৪
সেই বাঘটা □ নির্মলেন্দু গৌতম/১৩৮
শেয়াল কাঁটা □ বলরাম বসাক/১৪১
বাঘুম □ কার্তিক ঘোষ/১৪৪
কোঁকর কোঁ □ সুধীন্দ্র সরকার/১৪৮

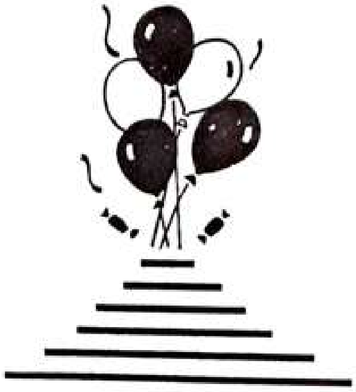

চিত্রগ্রীবের গল্প

অনেক অনেক দিন আগের কথা। গোদাবরী নদীর তীরে এক বন। সেই বনে বিরাট এক শিমুল গাছে বহু পাখি এসে বাসা বেঁধেছিল। সারাদিন তারা খাবার খুঁজে বেড়াত; আর রাত্রিবেলায় এসে বাসায় ঘুমিয়ে পড়ত।

একদিন এক ব্যাধ এসে গাছের নিচে একটা বড় জাল বিছিয়ে চুপচাপ বসে রইল দূরে। জালের ওপর ছড়িয়ে রাখল চাল আর গমের দানা।

এদিকে একঝাঁক পায়রা তখন উড়ে যাচ্ছিল বনের ওপর দিয়ে। শিমুল গাছের কাছাকাছি এসে হঠাৎ তাদের নজর গেল ব্যাধের ছড়ানো চাল গমের দানাগুলোর দিকে। খাবার দেখেতো তারা মহাখুশি। ঝটপট নিচে নামতে লাগল চাল গমের দানার লোভে।

দলটাকে হঠাৎ নিচে নামতে দেখে দলপতি চিত্রগ্রীব চিৎকার করে বলল—বক বকম্ বক—নিচে নেমো না।

পায়রার দল আর কি করে? নামা হল না তাদের। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে শিমুল গাছটার ডালে ডালে বসে দলপতির দিকে তাকিয়ে রইল।

দলপতি বলল— নামতে যাওয়ার আগে তোমরা কি ভেবে দেখেছ এই নির্জন বনে এতগুলো চাল গমের দানা এল কোত্থেকে? আমি ভাল মনে করছি না। আগে খোঁজ নিয়ে দেখা যাক এখানে এত চাল গম এল কোথা থেকে।

দলের তরুণ পায়রাদের ভাল লাগল না দলপতির কথা। ওরা বক বকম করে চিৎকার করে উঠল। বলল—ক্ষিদের সময় এত বাছবিচার করলে চলবে কেন? এতগুলো খাবার সামনে রেখে চুপচাপ বসে থাকার কোন মানে হয় না। চল আমরা সবাই খেতে যাই।

তরুণদের কথায় অন্যরাও উৎসাহিত হয়ে ঝাপটে পড়ল জালে। হাঁ-হাঁ-করে চিত্রগ্রীবও তক্ষুণি তাদের বাধা দিতে গিয়ে পড়ল জালে। ফলে সবাই মিলে গেল আটকে।

জালে আটকে যেতেই খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠল সবার। টানাটানি করতে লাগল জাল ছাড়াবার জন্য। টানাটানিতে আরও বেশি করে পা গেল জালে আটকে। বিপদে পড়ে এবার যে-পায়রাটা তাদের প্রথম উৎসাহ দিয়েছিল নিচে নামতে, তাকে সবাই মিলে গালাগাল করতে লাগল কত রকম করে।

চিত্রগ্রীব কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে দেখল তরুণদের কাণ্ড। তারপর বলল—এখন আর গালাগাল দিয়ে লাভ কি! বিপদে পড়ে অসংযমী হলে তাতে বিপদ আরও বেড়ে যায়। ধৈর্য ধরে এখন প্রতিকারের উপায় চিন্তা করা উচিত।

চিত্রগ্রীবের কথায় মাথা একটু ঠাণ্ডা হল তরুণদের। পায়রার দল চুপ করতে চিত্রগ্রীব বলল—চল আমরা সবাই একসঙ্গে জাল নিয়েই উড়ে চলে যাই। একসঙ্গে গেলে ঠিক উড়ে যেতে পারব জাল নিয়ে।

তারা এসব কথাবার্তা বলছে আর ব্যাধও চুপচাপ বসে আছে তাদের দিকে তাকিয়ে। সে তো আর পায়রার ভাষা

বোঝে না। তাই তাদের ফন্দিটাও সে বুঝতে পারেনি। সে ভাবছিল পায়রাগুলো আর একটু ভাল করে জালে জড়িয়ে যাক, তারপরই গিয়ে ঝাপটে পড়ব।

কিন্তু ব্যাধের আর ঝাপটে পড়া হল না। হঠাৎ সে দেখতে পেল পায়রাগুলো জাল সমেত উড়ে চলেছে আকাশ পথে। বেচারি ব্যাধ হাঁ হয়ে গেল পায়রাদের কাণ্ড দেখে।

চিত্রগ্রীবের কথামত পায়রারা উড়তে উড়তে চলে এল বহুদূরে গণ্ডক নদীর তীরে। নদীর তীরে ছোট্ট বন। সেই বনে থাকে চিত্রগ্রীবের ইঁদুর বন্ধু হিরণ্যক। পায়রারা জাল নিয়ে নেমে এল হিরণ্যকের গর্তের কাছে। নিচে নেমে চিত্রগ্রীব জালে বসেই বন্ধুকে ডাকতে লাগল— বন্ধু হিরণ্যক বাড়ি আছ?

চিত্রগ্রীবের ডাক শুনে গর্ত থেকে বেরিয়ে এল হিরণ্যক। বন্ধুর এই দশা দেখে সে তো অবাক। বলল—তোমার এ দশা কেন বন্ধু?

চিত্রগ্রীব খুলে বলল সব। বন্ধুর কথা শুনে হিরণ্যক এগিয়ে এল দাঁত দিয়ে জাল কেটে তাকে মুক্ত করতে। হিরণ্যককে এগিয়ে আসতে দেখে চিত্রগ্রীব বলল— বন্ধু, আমি এদের দলপতি। বিপদে আপদে এদের রক্ষা করাই আমার কর্তব্য। সুতরাং আগে আমার সঙ্গীদের জাল কেটে মুক্ত কর। তারপর আমার পায়ের বাঁধন কাটবে।

মুক্ত হয়ে সবাই হঠকারিতার জন্য ক্ষমা চাইল চিত্রগ্রীবের কাছে। তারা কথা দিল আর কোনদিন দলপতির কথার অবাধ্য হবে না।

(হিতোপদেশের গল্প)

বোকা হাতির গল্প

ব্রহ্মারণ্যে কর্পূরতিলক নামে একটি হাতি বাস করত। দেখতে যেমন বিরাট তেমনি বলশালীও ছিল কর্পূরতিলক। হেলে দুলে যখন সে চলত, তখন দেখার মতই ছিল সে দৃশ্য। তবে সে ছিল অত্যন্ত নিরীহ। কারো সাতেও থাকত না, পাঁচেও থাকত না। নিজের মনেই সে খেয়ে দেয়ে ঘুরে বেড়াত।

কিন্তু তাহলে কি হয়! হাতিটির শত্রুর অভাব ছিল না। তার সেই রাজার মতন চলন-বলন এবং সুখী সুখী চেহারা দেখে বনের অনেকেই হিংসে করত তাকে। বিশেষ করে একদল শেয়াল সব সময়ই ক্ষতি চাইত হাতিটির। শেয়ালগুলো ভাবত, ইস, হাতিটাকে যদি মারতে পারতাম তাহলে তিন চার মাস নিশ্চিন্তে খাওয়া-দাওয়া করা যেত। কিন্তু অত বড় হাতি। তার সঙ্গে তো জোরে পারা যাবেনা। তাহলে উপায়?

একদিন সকলে মিলে পরামর্শ করতে বসল। কিছুতেই ঠিক হয় না। হাতির সামনে যেতে কারুরই সাহসে কুলোয় না। অথচ সকলেই চায় হাতিটিকে মারতে। অনেক অনেক আলাপ আলোচনার পরও যখন কোন কিছু ঠিক করা গেল না তখন এক বৃদ্ধ শেয়াল বলল, দাঁড়াও আমি দেখছি। বুদ্ধিবলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। বলেই হাতির সঙ্গে দেখা করতে গেল সে।

হাতিটি আরাম করে শুয়েছিল তখন এক গাছতলায়। দুষ্টু শেয়াল তার সামনে এসে হাতজোড় করে প্রণাম করে দাঁড়াল। বলল— এইতো প্রভু, আপনি এখানে, আর আমি কত জায়গায় খুঁজছি আপনাকে।

কেন? কেন? হাতি বিস্মিত হয়ে বলল— আমাকে খুঁজছো কেন? তুমি কে?

—আজ্ঞে, আমি শেয়াল! শেয়াল বলতে লাগল, বনের সব পশু আপনাকে রাজা বলে অভিষিক্ত করেছে। তাই তারা সবাই মিলে আমায় পাঠিয়েছে আপনাকে নিয়ে যেতে।

হাতি কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। তাই বনের কোন খবরই রাখে না সে।

বলল—কেন? সিংহের কি হল? সেইতো তোমাদের রাজা বলে শুনেছিলাম।

শেয়াল বলল—আজ্ঞে, সে-তো মারা গেছে আজ কদিন হল। এখন রাজসিংহাসন খালি পড়ে আছে। বাঘটা বসতে চাইছে সিংহাসনে। কিন্তু বনের পশুরা তাকে রাজা করতে চায় না। সে ভীষণ হিংস্র আর চঞ্চল। সবাই চায় আপনার মত মহাবলশালী অথচ ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির একজন রাজা হোক। তাই...

সরল হাতি শেয়ালের কথায় বিশ্বাস করে চলল তার সঙ্গে। শেয়াল এপথ ওপথ করে নিয়ে চলল হাতিকে। অনেক অনেক পথ ঘুরিয়ে হাতিকে নিয়ে এল একটা শুকনো ডোবার ধারে। তারপর নিজে তড়বড়িয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল ডোবাটা। হাতিও চলল তার পিছু পিছু। ডোবাটা শুকনো ছিল বটে, কিন্তু মাঝখানে ছিল কাদা। ওপর থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। হাতি তো অতসব জানে না। সে তাড়াতাড়ি শেয়ালের দেখাদেখি ডোবা পেরোতে গিয়ে পড়ল কাদায়। অত বড় শরীর। — হাতি কাদায় পড়ে আর উঠতে পারে না। পড়ল মুশকিলে। এ পা টানে

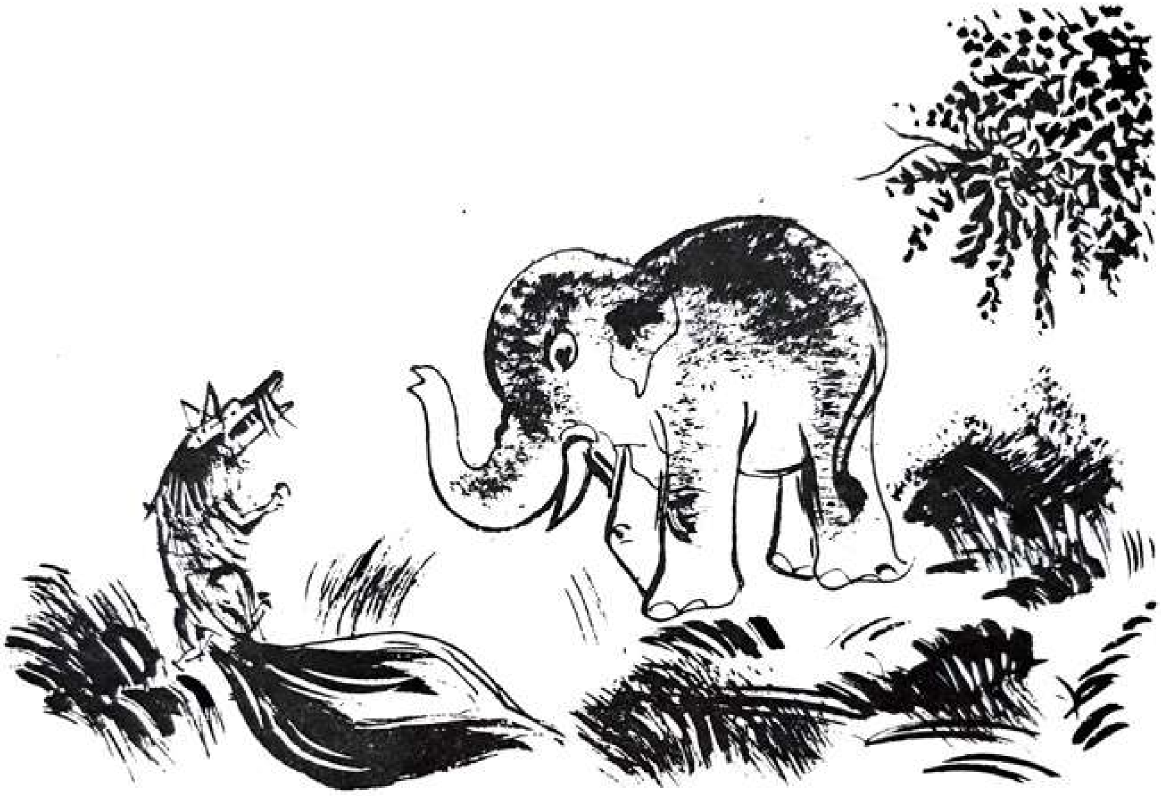

তো ও পা বসে যায়। সে তখন শেয়ালকে বলল– ওহে শেয়াল, আমি কাদায় ডুবে গেলাম। কিছুতেই উঠতে পারছি না।

শেয়াল মুচকি হেসে বলল– সে কি প্রভু! এক কাজ করুন, আমি লেজ বাড়িয়ে দিচ্ছি। আপনি বরং আমার লেজটা ধরে উঠুন।

হাতি গেল রেগে। বলল—কি! তোর লেজ ধরে আমায় উঠতে হবে?

শেয়াল হেসে বলল—তাহলে তো মুশকিল হল খুব। আপনার আর রাজা হওয়া হল না বোধহয়।

হাতি রেগে বলল—তোর কথায় আমার এই হাল। তোর সঙ্গে আসাই আমার ঠিক হয়নি দেখছি।

শেয়াল বলল—এখন আর এসব কথা ভেবে কি লাভ! একবার যখন আমার কথায় বিশ্বাস করে এসে কাদায় পড়েছেন এখন তার ফলভোগ করতে হবেই। বলেই সে ছুটলো তার দলবলকে খবর দিতে।

(হিতোপদেশের গল্প)

এক ব্যাঙ আর এক সাপের গল্প

বনের গভীরে এক সরোবর। সরোবরের তীরে বাস করত এক সাপ। তার অনেক বয়স। চলতে ফিরতে কষ্ট হয়। তাই সারাদিন নির্জীবের মত পড়ে থাকে সে।

একদিন এক ব্যাঙ দূর থেকে তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি সারাদিন এভাবে চুপচাপ শুয়ে থাকেন কেন? আপনাকে তো খাবারের খোঁজেও এদিক ওদিক যেতে দেখি না কখনও?